সংবাদ

17 DEC 2017
পৃঃ ৮ কলাম ২

লিফট, এস্কেলেটরের দরকার নেই চারতলা স্কুল ভবন নির্মাণ করুন

১৬৩টি সরকারি হাইস্কুলের ভবনে 'এস্কেলেটর' না 'লিফট' স্থাপন করা হবে এই নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে 'একনেক' সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন। এই দ্বন্দ্বের কারণে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমেই বিলম্ব ঘটছে। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'একনেক' সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল স্কুলগুলোর ১০ তলা ভবন করে 'লিফট' এর পাশাপাশি 'এস্কেলেটর' এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন এস্কেলেটর স্থাপনের বিপক্ষে। তারা ১০ তলা ভবনের পরিবর্তে ৫/৬ তলা ভবন নির্মাণ করে লিফট স্থাপনের পক্ষে। এ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার সংবাদে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

জানা গেছে, দেশে মোট ৩৩৫টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ১২টি বিদ্যালয় একটি প্রকল্পের আওতায় নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩২৩টি সরকারি হাইস্কুলের ভৌত অপকাঠামোগত উন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৩ মার্চ একনেক সভায় এই প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্প দলিলে বলা হয়েছে, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ব্যয় হবে চার হাজার ৬৪০ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ভবনের মধ্যে ১৬২টি ভবনে 'এস্কেলেটর' স্থাপনের জন্য প্রায় এক হাজার ১১৬ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রতি স্কুলে এস্কেলেটর স্থাপনের ব্যয় ধরা হয়েছে ছয় কোটি ৮৫ লাখ টাকা। চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে ২০২১ সালের মধ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

স্কুলের জন্য এস্কেলেটর না লিফট করা হবে এই বিতর্কের কোনো দরকার ছিল না। এ নিয়ে দ্বন্দ্ব হওয়া তো দূরে থাক। লিফট, এস্কেলেটর এসবেরই তো কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশের বহু স্কুল ভবন রয়েছে যেগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয়। দেখা যায়, স্কুল ভবনের ছাদ নেই দেয়াল নেই, চক, ডাস্কার, বসার বেঞ্চ, টেবিল ইত্যাদি অনেক কিছু নেই। এ রকম বহু স্কুল রয়েছে। আবার এমন স্কুল রয়েছে যেগুলোর কোন নিজস্ব ভবনই নেই। তার চেয়েও বড় কথা হলো স্কুলের শিক্ষক সংকট। দুঃখজনক যে, এসব না দেখে বা এসবের উন্নয়ন না করে লিফট এবং এস্কেলেটর করার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের এসব নিয়ে মাথাব্যথা না করে জরাজীর্ণ স্কুল ভবন নিয়ে, শিক্ষক সংকট নিয়ে মাথাব্যথা করা উচিত। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন না করে এসব করার মানেই হচ্ছে বড় অংকের অর্থ অপচয় করা।

বছরের পর বছর যেসব স্কুলে লিফট, এস্কেলেটর ছিল না, সেগুলোতে লিফট, এস্কেলেটরের এখন প্রয়োজন হলো কেন? লিফট, এস্কেলেটর ছাড়া কি স্কুলগুলো এত বছর চলেনি বা চলতে পারবে না। এভাবে জনগণের করের টাকা অপচয় করাটা কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়।

লিফট না এস্কেলেটরে– এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের দ্বন্দ্বের কোন প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি না। এসব নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে না পড়ে বরং চারতলা ভবন নির্মাণে জোর দিতে হবে। স্কুলগুলো চারতলা পর্যন্তই নির্মাণ করা হোক। যাতে লিফট এবং এস্কেলেটরের কোন প্রয়োজন না হয়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর